18. টীকা লিখুনঃ 'সালা' মডেল
19. প্রশাসনিক সংস্কার বলতে কী বোঝায় ?
20. 'উদ্যোগী সরকার' বলতে কী বোঝেন?
21. জনপছন্দ তত্ত্বের যে কোনো দুজন তাত্ত্বিক ও তাদের মূল বক্তব্য উল্লেখ করুন।
22. জনপ্রশাসনে 'স্বচ্ছতা' বলতে কী বোঝায় ?
23. 3Es বলতে কী বোঝেন?
24. হেবারের 'আদর্শরূপক'-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
25. মানবিক শাসনক্রিয়া কী ?
26. নয়া জনপ্রশাসন বলতে কি বোঝো ? নয়া জনপরিচালন তত্ত্বের মুখ্য উপাদানগুলি কী কী ?
27. নাগরিক সনদ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করুন।
28. উন্মুক্ত সরকার বলতে কী বোঝায় ?
29. আপনার তথ্য জানার অধিকারের প্রধান সীমাবদ্ধতা কী কী?

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেঃ **18 x 2 = 36**

1. অবজ্ঞতার ওড়নার থাকা ব্যক্তি বলতে কি বুঝিয়েছেন সর্বাধিক শাসনের ধারণাটি প্রসঙ্গে একটি পর্যালোচনা?

অজ্ঞতার আচ্ছাদন (Veil of ignorance) - এর নেওয়া হয় । তারা তাদের প্রয়োজন স্বার্থ , সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তারা এও জানে না যে কি ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতি থেকে সমাজে অসাম্য বৈষম্য ও বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হয় । কিন্তু তাদের অর্থনীতি ও মনস্তত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে । তা ছাড়া ন্যায় সম্পর্কে একটা বোধও তাদের আছে । ব্যক্তিমাত্রেই তার সামাজিক কল্যাণকে সর্বাধিক করতে চায়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন রকম হিংসা দ্বেষ থাকে না । অর্থাৎ তারা আত্ম স্বার্থের উপর জোর দেয়, কিন্তু তারা অহংবাদী নয় । তেমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা যেতে চায় না । গাউবা তাঁর An Introduction to Political Theory শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : According to Rawls , in such a state of uncertainty the rational negotiators will choose the least dangerous path.... Each individual will hypothetically place himself or herself in 'the last advantaged position' while recommending the criteria of allocation of the primary goods. Hence each of them will demand greatest benefit for the last advantaged."

সর্বাধিক শাসনের ধারণাটি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

রলস্ তাঁর মতবাদকে অবিমিশ্র পদ্ধতিগত ন্যায়ের তত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন । পদ্ধতিগত ন্যায়ের অর্থ হল ন্যায়ের কতকগুলি নীতি একবার সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলে, সেগুলির প্রয়োগ সম্ভূত বণ্টন অপরিহার্যভাবে ন্যায্য হবে । বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন কিছু মতবাদ আছে যেগুলিতে পূর্বনির্ধারিত কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক মূল্যকে অগ্রাহ্য করা হয় । জন রলস্ এই সমস্ত মতবাদের তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেছেন । তিনি উপযোগিতাবাদ (utilitarianism) - কে সমর্থন করেননি । উপযোগিতাবাদে ' সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণের ' (greatest good of greatest number) কথা বলা হয় । সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের চূড়ান্ত দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্য করা হয় না । উদাহরণস্বরূপ এমন একটি অবস্থার কথা বলা যায়, যেখানে সর্বাধিক মূল্যের সৃষ্টি হবে । এবং মুষ্টিমেয় মানুষের দাসত্বের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সর্বাধিক সুখ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বণ্টন করা যাবে । রলস্ এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন । তাঁর মতানুসারে দুঃস্থ দুর্গত মানুষের দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্প্রসারণের কথা বলা যায় না । ন্যায়ের একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতিতে উপনীত হওয়ার জন্য জন রলস্ একটি অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন । তিনি সামাজিক চুক্তির ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন এবং একটি আদি অবস্থান (original position) - এর কথা ভেবেছেন । এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিবর্গকে তাদের নির্দিষ্ট আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন । এই সমস্ত ব্যক্তিকে একটি অজ্ঞতার আচ্ছাদন (Veil of ignorance)- এর আড়ালে অবস্থিত ধরে নেওয়া হয় । এই অবস্থায় তারা যুক্তিবাদী সত্তা হিসাবে আচরণ করে বলে ধরে নেওয়া হয় । তারা তাদের প্রয়োজন, স্বার্থ, সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত । তারা এও জানে না যে কি ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতি থেকে সমাজে

অসাম্য বৈষম্য ও বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হয় । কিন্তু তাদের অর্থনীতি ও মনস্তত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে । তা ছাড়া ন্যায় সম্পর্কে একটা বোধও তাদের আছে । ব্যক্তিমাত্রেই তার সামাজিক কল্যাণকে সর্বাধিক করতে চায় । এ ব্যাপারে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন রকম হিংসা দ্বেষ থাকে না । অর্থাৎ তারা আত্ম স্বার্থের উপর জোর দেয়, কিন্তু তারা অহংবাদী নয় । তেমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা যেতে চায় না । গাউবা তাঁর An Introduction to Political Theory শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : According to Rawls, in such a state of uncertainty the rational negotiators will choose the least dangerous path each individual will hypothetically place himself or herself in the last advantaged position' while recommending the criteria of allocation of the primary goods. Hence each of them will demand greatest benefit for the last advantaged. " জন রলসের অভিমত অনুসারে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীসমূহ সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক সমভাবে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক । তবে, রলসের মতানুসারে, অসম বণ্টন অনেক সময় সমাজের সকলের সুবিধায় আসতে পারে । তিনি বলেছেন : Primary goods are to be distributed by the state equally, unless an unequal distribution would be to everyone's advantage. " রলস স্বাধীনতার অসম বন্টনকে স্বীকার বা সমর্থন করেননি । কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে আর্থনীতিক সম্পদের অসম বন্টন সমর্থনযোগ্য। কিছু মানুষের বাড়তি প্রাপ্তির সুবাদে অতিরিক্ত উদ্যোগ আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ সম্ভব। এর ফলে সকলের লাভ হবে । সমাজই ব্যক্তিবর্গের একটি অংশের হাতে সম্পদ সঞ্চয় অধিক মাত্রায় হলে সমাজে ঈর্ষার সৃষ্টি হবে । এই ঈর্ষাকে রলস্ যুক্তিপূর্ণ ঈর্ষা (reasonable envy) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । এই ঈর্ষার নভর্গক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তি - মানুষের আত্মমর্যাদা আঘাত পেতে পারে । জন রলসের অভিমত অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষের আত্মমর্যাদা সামাজিক বৈষম্যের উপর নিয়ন্ত্রণ হিসাবে কার্যকর হয় । রলসের মতানুসারে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে ন্যায় সম্পর্কিত ধারণাকে কার্যকর করে । কিন্তু রলসের চুক্তিবাদী বক্তব্য হবস্ রুশোর চুক্তিবাদী মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । চুক্তির ধারণার মাধ্যমে রলস্ দেখাতে চেয়েছেন যে কতকগুলি নৈতিক রীতিনীতি মানুষের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হয় । কারণ প্রাথমিক বা আদি অবস্থায় (Original position) যুক্তিবাদী জীব হিসাবে মানুষের কাছে সংশ্লিষ্ট নৈতিক বিধি - বিধানসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিপন্ন হয় । রলসের কাছে ন্যায় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন নয় ; অথবা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । ন্যায় হল ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বন্টন । অর্থাৎ রলসের কাছে ন্যায় হল সুবিচার বা ন্যায্যতা (Justice as fairness) চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত মানুষের প্রাথমিক বা আদি অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে রলস্ অবগুণ্ঠিত অজ্ঞতা (Veil of ignorance) -এর কথা বলেছেন । এ হল আত্মসচেতনতাহীন ও নিজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত এক ধরনের অবস্থান । রলসের মতানুসারে সকল মানুষ সমান নয়- জ্ঞানের বিচারে সমান নয় ।

রলস তাঁর মতবাদকে অবিমিশ্র পদ্ধতিগত ন্যায়ের তত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন । পদ্ধতিগত ন্যায়ের অর্থ হল ন্যায়ের কতকগুলি নীতি একবার সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলে, সেগুলির প্রয়োগ সম্ভূত বণ্টন অপরিহার্যভাবে ন্যায্য হবে । বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন কিছু মতবাদ আছে যেগুলিতে পূর্বনির্ধারিত কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক মূল্যকে অগ্রাহ্য করা হয় । জন রলস্ এই সমস্ত মতবাদের তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেছেন । তিনি উপযোগিতাবাদ (utilitarianism) –কে সমর্থন করেননি । উপযোগিতাবাদে ‘সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণের (greatest good of greatest number) কথা বলা হয় ।

সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের চূড়ান্ত দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্য করা হয় না । উদাহরণস্বরূপ এমন একটি অবস্থার কথা বলা যায়, যেখানে সর্বাধিক মূল্যের সৃষ্টি হবে । এবং মুষ্টিমেয় মানুষের দাসত্বের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সর্বাধিক সুখ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বণ্টন করা যাবে । রলস্ এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন । তাঁর মতানুসারে দুঃস্থ - দুর্গত মানুষের দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্প্রসারণের কথা বলা যায় না । ন্যায়ের একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতিতে উপনীত হওয়ার জন্য জন রলস্ একটি অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন । তিনি সামাজিক চুক্তির ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন এবং একটি আদি অবস্থান (original position) - এর কথা ভেবেছেন । এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিবর্গকে তাদের নির্দিষ্ট আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন । এই সমস্ত ব্যক্তিকে একটি অজ্ঞতার আচ্ছাদন (Veil of ignorance)- এর আড়ালে অবস্থিত ধরে নেওয়া হয় । এই অবস্থায় তারা যুক্তিবাদী সত্তা হিসাবে আচরণ করে বলে ধরে নেওয়া হয় । তারা তাদের প্রয়োজন স্বার্থ, সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত । তারা এও জানে না যে কি ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতি থেকে সমাজে অসাম্য বৈষম্য ও বিবাদ - বিসংবাদের সৃষ্টি হয় । কিন্তু তাদের অর্থনীতি ও মনস্তত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে । তা ছাড়া ন্যায় সম্পর্কে একটা বোধও তাদের আছে । ব্যক্তিমাত্রেই তার সামাজিক কল্যাণকে সর্বাধিক করতে চায় । এ ব্যাপারে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন রকম হিংসা দ্বেষ থাকে না । অর্থাৎ তারা আত্ম স্বার্থের উপর জোর দেয় কিন্তু তারা অহংবাদী নয় । তেমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা যেতে চায় না । গাউবা তাঁর An Introduction to Political Theory শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : According to Rawls, in such a state of uncertainty the rational negotiators will choose the least dangerous path.... each individual will hypothetically place himself or herself in the last advantaged position'

while recommending the criteria of allocation of the primary goods. Hence each of them will demand greatest benefit for the last advantaged. " জন রলসের অভিমত অনুসারে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীসমূহ সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক সমভাবে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক । তবে রলসের মতানুসারে, অসম বণ্টন অনেক সময় সমাজের সকলের সুবিধায় আসতে পারে । তিনি বলেছেন : Primary goods are to be distributed by the state equally, unless an unequal distribution would be to everyone's advantage." রলস্ স্বাধীনতার অসম বণ্টনকে স্বীকার বা সমর্থন করেননি । কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে আর্থনীতিক সম্পদের অসম বণ্টন সমর্থনযোগ্য । কিছু মানুষের বাড়তি প্রাপ্তির সুবাদে অতিরিক্ত উদ্যোগ আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি সমাজই ব্যক্তিবর্গের একটি অংশের হাতে সম্পদ সঞ্চয় অধিক মাত্রায় হলে সমাজে ঈর্ষার সৃষ্টি হবে । এই ঈর্ষাকে রলস্ ' যুক্তিপূর্ণ ঈর্ষা (reasonable envy) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । এই ঈর্ষার নঙর্থক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যক্তি মানুষের আত্মমর্যাদা আঘাত পেতে পারে । জন রলসের অভিমত অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষের আত্মমর্যাদা সামাজিক বৈষম্যের উপর নিয়ন্ত্রণ হিসাবে কার্যকর হয় । রলসের মতানুসারে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে ন্যায় সম্পর্কিত ধারণাকে কার্যকর করে । কিন্তু রলসের চুক্তিবাদী বক্তব্য হবস্ রুশোর চুক্তিবাদী মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । চুক্তির ধারণার মাধ্যমে রলস্ দেখাতে চেয়েছেন যে কতকগুলি নৈতিক রীতিনীতি মানুষের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হয় । কারণ প্রাথমিক বা আদি অবস্থায় (Original position) যুক্তিবাদী জীব হিসাবে মানুষের কাছে সংশ্লিষ্ট নৈতিক বিধি - বিধানসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিপন্ন হয় । রলসের কাছে ন্যায় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন নয় ; অথবা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । ন্যায় হল ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বন্টন । অর্থাৎ রলসের কাছে ন্যায় হল সুবিচার বা ন্যায্যতা (Justice as fairness) চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত মানুষের প্রাথমিক বা আদি অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে রলস্ অবগুণ্ঠিত অজ্ঞতা (Veil of ignorance)-র কথা বলেছেন । এ হল আত্মসচেতনতাহীন ও নিজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বযুক্ত এক ধরনের অবস্থান । রলসের মতানুসারে সকল মানুষ সমান নয় জ্ঞানের বিচারে সমান নয় ।

ন্যায়ের এই দ্বিতীয় নীতিটিকে ' সর্বাধিক নীতি (maximin principle) বলা হয় । রলস্ maximin শব্দটি ব্যবহার করেছেন । বিভেদ নীতি (difference principle) টিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার জন্য জন রলস্ ' maximim শব্দটি প্রয়োগ করেছেন । এই নীতিটির মূল কথা হল ন্যূনতম বা সর্বনিম্ন সুবিধাভোগীদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ । রলসের মতানুসারে ন্যায়ের নীতিসমূহের দাবি অনুযায়ী ন্যূনতম সামাজিক মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন । ন্যূনতম সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর বিভিন্ন আয় ও সুযোগ সুবিধাসমূহকে সর্বাধিক করাই এই নীতির মূল কথা । এই নীতির মাধ্যমে সব সময়ই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে । কারণ ন্যূনতম সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থে যে কোন ছোটখাটো লাভের জন্য সম্পন্ন গোষ্ঠীর উপর যতবড় ক্ষতিই চাপান হোক না কেন, তা সব সময়ই ন্যায়সঙ্গত । সমাজের বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে স্বাধীনতা ও সাম্যের মূল্যবোধ সমূহকে অনুধাবন করবে এ বিষয়ে ন্যায়ের উল্লিখিত নীতি দুটি পথনির্দেশ করে । জন রলসের অভিমত অনুযায়ী ন্যায়ের এই নীতিগুলি উপলব্ধি করার জন্য আবশ্যক হল সমাজকে সহযোগিতার একটি ন্যায্য ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা । ন্যায় সম্পর্কিত রুলসের দ্বিতীয় নীতির একটি দ্বিতীয় অংশ আছে। এই দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য অনুযায়ী সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্যসমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে, সুযোগ - সুবিধার ন্যায্য সাম্যের অবস্থায় তারা সকলের জন্য উন্মুক্ত বিভিন্ন পদ ও অবস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে (attached to positions and offices open to all. অভিন্ন সামর্থ্য ও দক্ষতাযুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনের সুযোগ – সুবিধা অভিন্ন হওয়া দরকার । ব্যক্তি – মানুষ কি রকম আয়ুসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তা বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত নয় । সাম্য সম্পর্কিত রলসের দ্বিতীয় অংশটি রলসের মতবাদের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির মৌল দ্যোতক । অশোক মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "Thus Rawlsian liberalism goes far beyond the classical liberal ideal of concerns open to talents"।

2.জনপ্রশাসনে নৈতিকত প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। রাজনৈতিক যান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক পৌর সাংস্কৃতিকে নৈতিকতার পরিচালনার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে পুরো বিশ শতক জনপ্রশাসন বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে উঠেছে । বিবর্তনের এই ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার অব্যবহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ও প্রশাসনিক কাজকর্মে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায় । জনপ্রশাসনের বিভিন্ন ধারণা ও নীতিগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং তার সাহায্যে প্রশাসনিক জটিলতা দূর করা সম্ভবপর হয় না । সাবেকী জনপ্রশাসন নতুন প্রেক্ষাপটে কতগুলো নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় । এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য জনপ্রশাসনে কতগুলো নতুন ধারা গড়ে ওঠে এবং এইসব বিভিন্ন ধারাগুলো সাবেকী জনপ্রশাসনকে একটি নতুন মাত্রা দেয় । জনপ্রশাসন বিষয়টির বিষয়বস্তু এবং তার পরিধিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সূচনাপর্ব থেকেই বিষয়টি কোনো নির্দিষ্ট রূপরেখা সামনে রেখে এগোয় নি । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাত্তিকেরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই কারণে কোনো সময়েই বিষয়টির একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক গড়ে ওঠেনি । সাম্প্রতিককালে জনপ্রশাসনের বিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক গোলেমবিউস্কি (Golembiewski)। তিনি মন্তব্য করেন যে জনপ্রশাসন বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মতানৈক্য

। মূল বিষয়গুলো সম্পর্কেও তাত্ত্বিকদের মধ্যে কোনো মতৈক্য নেই । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জনপ্রশাসনের কিছু বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যেগুলো একইসঙ্গে নতুন চিন্তার উদ্রেক করে এবং তার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার পথ দেখায় । এই রচনাগুলোর মধ্যে অন্তত তিন জনের রচনা এতটাই গুরুত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় যেজনপ্রশাসন বিষয়টিই একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায় । এই তিনজন হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon), ডোয়াইট ওয়াল্ডো (Dwight Waldo) এবং পল অ্যাপবি (Paul Appleby) তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে জনপ্রশাসনকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করে ।

প্রাসঙ্গিকতা : প্রচলিত জনপ্রশাসন সাংগঠনিক দক্ষতা এবং ব্যয় সংকোচের ওপর গুরুত্ব দেয় । অপরদিকে ব্যবস্থাপন কর্মীদের দক্ষতা কীভাবে বাড়ানো যায় তার ওপর জোর দেয় । জনপ্রশাসনের এই নতুন আন্দোলন সমসাময়িক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে চায় এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশে কীভাবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে আলোচনার আওতায় নিয়ে আসতে চায় । এইভাবে সাবেকী জনপ্রশাসনের এবং ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত জনপ্রশাসনের দুর্বলতাগুলো নতুন জনপ্রশাসন তুলে ধরে । এই নতুন আন্দোলন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসনের পাঠ্যসূচীর ব্যাপক পরিবর্তন চায় এবং আধুনিক জনজীবনে জনপ্রশাসনের প্রাসঙ্গিকতার ওপর গুরুত্ব দেয় ।

মূল্যবোধ : জনপ্রশাসনের এই নতুন আন্দোলন সুস্পষ্টভাবে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত জনপ্রশাসনের মূল্যবোধ সম্পর্কে নিরপেক্ষতাকে (value neutrality) বর্জন করে । জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতাকে অবাস্তব রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে সমাজের পশ্চাৎপদ শ্রেণীর প্রতি জনপ্রশাসন দায়বদ্ধ । যে মূল্যবোধগুলো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোকে খোলাখুলিভাবে জনপ্রশাসনের স্বীকার করা উচিত বলে এই নতুন আন্দোলন মনে করে । ফ্রেডেরিকসন মন্তব্য করেন যে নতুন জনপ্রশাসন তার পূর্বসূরিদের চেয়ে অনেক বেশী জনমুখী, অনেক বেশী নির্দেশমুখী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মক্কেলদের স্বার্থরক্ষায় বেশী সচেষ্ট, নিরপেক্ষতার চেয়ে নীতির প্রতি বেশী বিশ্বস্ত এবং কোনো অংশেই কম বিজ্ঞানমনস্ক নয় ।

সামাজিক সমদর্শিতা : নতুন জনপ্রশাসন কোনো রাখঢাক না রেখেই বলে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠা করা জনপ্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য । তারা মনে করেন যে একজন প্রশাসন কৃত্যক সরকারী কাজকর্মের কী প্রভাব জনগণের ওপর পড়বে তা মাথায় রেখেই কাজ করে । নতুন জনপ্রশাসন মনে করে যে জনপ্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং মানসিক কষ্টের লাঘব করা । ফ্রেডেরিকসন বলেন, যে জনপ্রশাসন সংখ্যালঘুদের শোষণ এবং অবিচার দূর করতে ব্যর্থ হয় তা শেষ পর্যন্ত সেই সংখ্যালঘুদের দমন করার জন্য ব্যবহৃত হয় । সুতরাং বলা যেতে পারে যে নতুন জনপ্রশাসন ' প্রশাসনকে সমাজের ভুলত্রুটি দূর করার জন্য ব্যবহার করতে চায় এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পাশে দাঁড়াতে চায় । সুতরাং নতুন জনপ্রশাসন সোচ্চারভাবে কর্মমুখী (action - orinted) । প্রধান সামাজিক সংস্থাগুলোকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে তাকে তুলে ধরে সমস্যার সমাধান করতে চায় নতুন জনপ্রশাসন ।

পরিবর্তন : নতুন জনপ্রশাসন মনে করে যে সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা করতে গেলে পরিবর্তনের পথে হাটা দরকার; স্থিতাবস্থা এবং প্রভাবশালী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজন । নতুন জনপ্রশাসন প্রশাসনিক কাজকর্মে কীভাবে পরিবর্তন আনা যায় এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা কমানো যায় সে দিকে নজর দেয় । সমাজে যে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে তাকে ভাঙতে চায় নতুন জনপ্রশাসন । কীভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিকতা ও আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় তা খুঁজে বার করতে সেইদিকে চেষ্টা করে নতুন জনপ্রশাসন ।

3. উন্নয়ন প্রশাসনে এর প্রেক্ষিত গুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর ।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের সমস্যাবলীর সংখ্যা ও জটিলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে । বৃহৎ সরকারের " উদ্ভবের পাশাপাশি এই যুগে " প্রশাসনিক রাষ্ট্রে " র উদ্ভব ঘটছে । উন্নত ও উন্নতিশীল উভয় ধরণের দেশেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি হচ্ছে প্রশাসনিক রাষ্ট্র । সরকার নীতি প্রণয়ন করে নীতি রূপায়ণের জন্য নির্ভর করে থাকে আমলাতন্ত্রের উপর । আধুনিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রে " র আমলাতন্ত্র বহুবিধ কাজকর্ম সম্পাদন করে । সাবেকী ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক ও বলপ্রয়োগমূলক কাজের (আইন - শৃংখলা রক্ষা, রাজস্ব সংগ্রহ প্রতিরক্ষা) পাশাপাশি আধুনিক আমলাতন্ত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান পরিবহন প্রভৃতি নানা ধরণের সেবামূলক কাজ সম্পাদন করে । তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসাবে আমলাতন্ত্র আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির সমাজকাঠামোতে ঐতিহাসিক কারণে অন্যান্য কাঠামোসমূহের তুলনায় আমলাতন্ত্র অনেক সুসংহত ও উন্নত অবস্থায় বিরাজ করছে । তাই নানা বিকল্প সংস্থা থাকলেও সমজাতীয়তা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা জন পেশাগত দক্ষতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলির রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে (Public Bureaucracy) কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সাধারণভাবে দুইটি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা দেখা তিক যায় (১) জাতিগঠন (nation building) এবং (২) দ্রুত সামাজিক অর্থ উন্নয়ন (rapid socio-economic progress)।

এই দু'টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কৌশল অবলম্বনে পার্থক্য থাকলেও এই দেশগুলির " উন্নয়নের রাজনীতি তে (Politics of Development) কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে : (ক) উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাপক ঐক্যমত (খ) উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা (গ) জাতীয় আনুগত্যের তুলনায় আদিম পরিচয়গত উপাদানের প্রতি জনসাধারণের অধিক আনুগত্য প্রদান।

উন্নয়নমূলক প্রশাসন : ধারণা (Development Administration : meaning and nature) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিজ্ঞানীদের চিন্তায় —' তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্থান লাভ করেছিল । কারণ তৃতীয় বিশ্বে "কমিউনিজম্" প্রসারের প্রতিরোধে "উন্নয়নের রাজ নীতি"-র তত্ত্ব প্রচার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । এই পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । তুলনামূলক জনপ্রশাসন গোষ্ঠীর (Comparative Public Administration Group) মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও বৈধতা বজায় রাখা হচ্ছে জন প্রশাসনের কার্য্যগত উপাদান তথা পূর্বশর্ত । তুলনামূলক প্রশাসন গোষ্ঠীর মতে, আধুনিক প্রশাসন হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার বা কৌশল । এঁদের চিন্তার ফসল হিসাবেই দেখা যায় যে উন্নয়ন প্রশাসনের মূল কথা হচ্ছে দু'টি – জাতীয় রাষ্ট্রগঠন ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Two developmental goals - nation - building and socio-economic develop ment constitute the keynote of development administration) | উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্পর্কে দুই ধরণের মতবাদ দেখা যায়— সংকীর্ণ ও ব্যাপক । মন্টোগোমেরি ও ফেনসড (Montegomery and Fainsod) সংকীর্ণ অর্থে ' উন্নয়ন প্রশাসন'কে ব্যাখ্যা করেছেন । ১২২ মন্টেগোমোরির মতে , "উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন আনয়ন অথবা মূলধনী পরিকাঠামো গঠন এবং কিছু পরিমাণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো"। ফেনসডের মতে কার্য্যগত বিশেষীকরণের জন্য আধুনিকীকরণের পথে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিচালিত করার জন্য নূতন কার্য্যোদ্যোগ গ্রহণ করাই হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসনের কাজ " । সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের কাজ হচ্ছে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরী করা । এই চিন্তাবিদদের মতে, উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ হচ্ছে প্রশাসনে কর্মসূচীমুহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ দ্বারা প্রচলিত সম্পদের ও নূতন সম্পদ সংগ্রহ দ্বারা ও দক্ষতা অর্জন দ্বারা প্রশাসনের উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জন ।

অন্যদিকে , ব্যাপক অর্থে উন্নয়ন প্রশাসনে'র ধারণার প্রচারক হলেন লুসিয়ান পাই, ফ্রেড ডব্লিউ রিগস্ এবং ওয়েডনার (Lucian Pye, Fred W. Riggs and Weidner)। এঁদের মতে, উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে কর্তৃত্বমূলক ভাবে নির্ধারিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক লক্ষ্যকে যে কোন উপায়েই হোক্ অর্জনের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া (Development administration refers to the process of guiding an organisation towards the achievement of progressive political, economic and social objectives, authoritatively determined in one manner or another) । এই অর্থে ' উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সমগ্র প্রক্রিয়া । ফলে ' উন্নয়ন প্রশাসন' হচ্ছে জন প্রশাসনের একটি সুসংহত ধারণা । সংক্ষেপে বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে — কাঠামো – মুখীন ' প্রশাসনের পরিবর্তে কর্মমুখীন প্রশাসন । উন্নয়ন প্রশাসনে সাবেকী ধরণের প্রশাসনের রুটিন কাজ ছাড়াও পরিকল্পনা – প্রণীত কর্ম্মসূচী - রূপায়ণ ও প্রশাসনের গতিশীলতার দিকে নজর রাখতে হয় । এখন এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, উন্নয়ন প্রশাসন ' হচ্ছে এক ভিন্ন ধরণের প্রশাসন । কাঠামোগতভাবে উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে প্রচলিত সংস্থাসমূহকে নূতন করে ঢেলে সাজানোর জন্য এক ধরণের প্রশাসনিক সংগঠন । উন্নয়ন প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কর্তৃত্বের কাঠামো ও স্তর – বিন্যাস প্রক্রিয়াও ভিন্ন ধরণের । ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামো যার কাজ ছিল প্রধানতঃ আইন শৃংখলা রক্ষা তা উন্নয়নের যুগে অচল হয়ে পড়েছে । ফলে রাষ্ট্র গঠনের ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণেই " উন্নয়ন প্রশাসন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে । উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসনের কেন্দ্রীয় বিষয় । সঠিক নীতি, কর্মসূচী , প্রকল্প প্রণয়ণ ও সফল রূপায়ণের দ্বারা উন্নয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসনের মর্মার্থ । অংশগ্রহণকারী, প্রত্যুত্তরমুখীন ও দায়িত্বশীল প্রশাসন পরিচালনা হচ্ছে উন্নয়ন প্রশাসনের নির্যাস । জর্জ ক্যান্ট (George Cant) মন্তব্য করেছেন যে, উদ্দেশ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও আনুগত্যের দিক থেকে ' উন্নয়ন প্রশাসন ' হচ্ছে এক ভিন্ন ধরণের বিশেষ প্রশাসন । উন্নয়ন প্রশাসনে'র উদ্দশ্যে — স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয় উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রগতি ও নূতনত্বের উদ্ভাবন । আনুগত্যের দিক থেকে উন্নয়ন প্রশাসন হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখীন প্রশাসন মুখীন তথা জনসাধারণমুখীন প্রশাসন । কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ না হয়ে সম্রাটদের স্বার্থের ধারক বাহক না হয়ে উন্নয়ন প্রশাসন জনসাধারণের ইচ্ছা ও দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে এবং জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে । দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে উন্নয়ন প্রশাসকগণ হচ্ছেন নমনীয়, পরিবর্তনশীল এবং লক্ষ্য অর্জনমুখীন প্রশাসক । পাই পান্নাডিকার এবং ক্ষীরসাগর (Pai Pannadikar and Kshirsagar) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, উন্নয়ন প্রশাসনের আচরণে চারটি বৈশিষ্ট্য